বিএলআরআই ফিড মাস্টার উদ্ভাবনী উদ্যোগের হালনাগাদ প্রতিবেদন

সঠিক পরিকল্পনা, খাদ্য ও খামার ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের অভাবে খামারের উৎপাদন অবস্থা অনুযায়ী খাদ্য চাহিদা নিরূপণ ও সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করতে না পারায় দুধ ও মাংসের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার ঘটে। ফলে খামারীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তা খামারী ও উদ্যোক্তাদের খামার করতে নিরুৎসাহিত করে । এইসকল সমস্যা সমাধান কল্পে একটি অফলাইন মোবাইল অ্যাপলিকেশন তৈরি করা হয়েছে যা বয়স, লিঙ্গ এবং উৎপাদন অবস্থার উপর ভিত্তি করে বুকের মাপ ও দৈর্ঘ্যে অথবা ওজন প্রদান সাপেক্ষে অতি অল্প সময়ে ন্যসনাল রিসার্চ কাউন্সিল (এন আর সি) এর ফিডিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে স্বল্প খরচেগরুর জন্য সুষম রেশণ তৈরি করতে পারে। এতে খামারিরা ঘরেবসেই সহজে বাজারে প্রাপ্ত মিক্সফিডের তুলনায় কম খরচে সুষম রেশণ তৈরি করতে পারে।সেইসাথে প্রাণির দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের পরিমান নির্ধারণের পাশাপাশি খামারীদেরকে মাসিক এবং বাৎসরিক ঘাস উৎপাদন পরিকল্পনা প্রনয়নেদিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। এই এ্যাপ্লিকেশটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাসস্থান নির্মাণ এর জন্য জায়গা নির্বাচন এবং বাসস্থান তৈরির মডেল সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে এবং ওজন স্কেল ছাড়া ওজন নির্নয় করতে পারে। খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে খামারে রোগ প্রবেশের পূর্বে স্বয়ংক্রিয় এলার্ম এবং ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে টিকা ও কৃমিনাশক প্রদানের জন্য এ্যাপ্লিকেশনটি খামারীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। এছাড়া এপ্লিকেশনটি বিএলআরআই কতৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি ও প্রাণী পালনের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা সম্পর্কিত তথ্য ই- বুক আকারে খামারীদের কাছে পৌছাতে পারে । এ্যাপ্লিকেশনটি বিএলআরআই এ কর্মরত বিজ্ঞানীদের মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর সহজেই খামারীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে খামারী ও বিজ্ঞানীদের মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করতে সক্ষম।

বছর ভিত্তিক অগ্রগতি

সাল	অগ্রগতি	
২০১৭	**উদ্যোগ গ্রহনঃ** নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে উদ্ভাবনী উদ্যোগটি গ্রহন করা হয় এবং অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরি করা হয়।	
	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কতৃক সক্ষমতা যাচাইঃ প্রাথমিক ভাবে সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০ জন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কাছে অ্যাপ্লিকেশনটি উপস্থাপন করা হয় এবং সার্ভের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনটির সক্ষমতা যাচাই করা হয়। ফলাফলে ১০০% কর্মকর্তা মনে করেণ অ্যাপ্লিকেশনটি খামারি পর্যায়ে গবাদি প্রাণির সুষম রেশন তৈরি ও ওজন নির্ণয় সহজিকরণ করার সাথে সাথে মাঠপর্যায়ে প্রযুক্তি বিস্তারে সহায়ক এবং প্রযুক্তিটি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করলে খামারি পর্যায়ে সেবা প্রপ্তিতে ২-২১ ঘন্টা সময় এবং ৩০-৬০০ টাকা অর্থ এবং ২-৪ বার যাতায়াত সাশ্রয় হয়।	

বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা গনের টিসিভি সম্পর্কিত অভিমত

টিসিভি	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৩– ২৪ ঘন্টা	৫০-৭০০/=	২-৪ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১-৩ ঘন্টা	২০-১০০/=	নাই
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২-২১ ঘন্টা	৩০-৬০০/=	২-৪ বার

২০১৭

সাভারে প্রাথমিক ভাবে ফিল্ডটেস্টিং:

সাভারে প্রাথমিক ভাবে ফিল্ডটেস্টিং কালে দেখাযায় অ্যাপ্লিকেশণ কর্তৃক তৈরিকৃত প্রতি কেজি দানাদার রেশনের মূল্য ২২-২৮ টাকা যা বাজারে প্রাপ্ত সমপুষ্টি সম্পন্ন ক্যাটল ফিডের তুলনায় সাশ্রয়ী। মাঠ পর্যায়ে পরিমাণ মত খাদ্য সরবরাহের ফলে খামারিদের ৩৩% খাদ্য সরবরাহ এবং ১৬ % খাদ্য খরচ সাশ্রয় হয়েছে এবং দুধ উৎপাদন ২২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৮

ইনোভেসন শোকেসিং ওয়ার্কসপে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয় এর উপস্থিতিতে মন্ত্রনালয়ে হস্তান্তর

অ্যাপ্লিকেশনটি ০৮/০৩/২০১৮ স্বালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইনোভেসন শোকেসিং ওয়ার্কসপে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয় এর উপস্থিতিতে মন্ত্রনালয়ে হস্তান্তর করা হয়। অতপর অ্যাকেশনটি পুনরায় ১৪/০৫/২০১৯ তারিখে শোকেসিং এ প্রদর্শন করা হয়েছে।

২০১৯

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি পাইলটিং, ফলাফল বিশ্লেশণ , ওয়ার্কশপে উপস্থাপন এবং বিএলআরআই ইনোভেসন টিম ও মন্ত্রালয়ের প্রতিনিধী কর্তৃক খামারে অ্যাপ্লিকেশনটির সক্ষমতা বিশ্লেষণঃ

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি রাজশাহীর রাজাবাড়িহাট ও সাভারের হেমায়েতপুরে খামারি পর্যয়ে পাইলটিং করা হয়েছে । রাজশাহীর রাজাবাড়িহাট ও সাভারের হেমায়েতপুরে নির্বাচিত খামারিদের দুধ উৎপাদন পূর্বের তুলনায় গড়ে ১২.২% বৃদ্ধি পেয়েছে, খাদ্য খরচ ৫.৮৮ % কমেছে এবং খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ ১২.৭৩% সাশ্রয় হয়েছে।

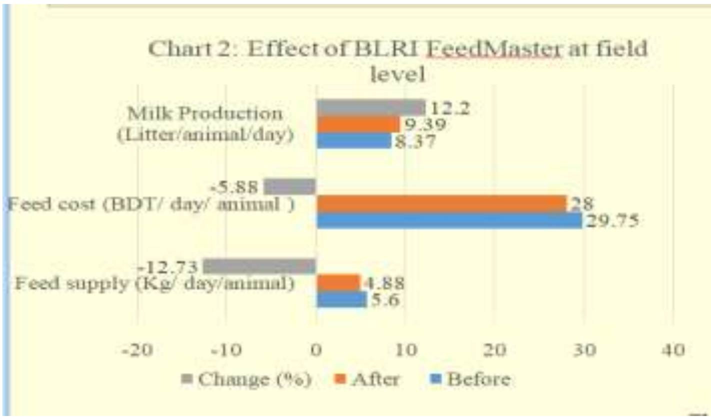

দুধের গুনগত মানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দুধের ননি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এসএনএফ, আমিষ ও ল্যাকটোজ এর পরিমাণ বৃদ্ধিপেলেও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়নি।

Table 2: Effect of application on milk composition

Parameter	Before (Mean±SE)	After (Mean±SE)	F value	Significant
Fat (%)	4.12±0.13	4.91±0.14	15.014	***
SNF (%)	3.65±0.07	3.67±0.06	0.018	NS
Protein (%)	10.26±0.11	10.30±o.12	0.070	NS
Lactose (%)	5.39±0.20	5.41±0.21	0.006	NS

***= P<0.001, NS= Not significant

২০২০

রেপ্লিকেশণঃ

বর্তমানে বিএলআরআই এর অঞ্চলিক কেন্দ্রে রেপ্লিকেশণ এর কাজ চলমান রয়েছে।

সংবাদ পত্রে বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনঃ

৩১/০৭/২০২০ ইং তারিখে বহুর প্রচলিত দৈনিক প্রথম আলো বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন এর উপর “গরুর ওজন এবং পরিমাণ জানতে অ্যাপ” নামে একটি লিখা প্রকাশ করে (সংযুক্তি -১)। উক্ত লিখায় এ্যাপ্লিকেশনটি সুবিধাজনক বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। সেইসাথে ঈদের গরু কিনায় গরুর ওজন নির্নয়ে ক্রেতার কাছে অ্যাপ্লিকেশনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া গত ৩০/০৮/২০২০ইং তারিখে সময় অনলাইন ভিত্তিক সংবাদ, সময়ে তথ্য প্রযুক্তির সময় প্রচ্ছাদে “নাড়ীভুঁড়ি বাদে গুরর মাংস ওজন জানাবে অ্যাপ” নামে অপর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় (সংযুক্তি -২)।

প্রথম আলো

গরুর ওজন-মাংসের পরিমাণ জানাবে অ্যাপ

	মোবাইল কলের মাধ্যমে সেবাঃ বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনে জরুরি যোগাযোগ নামে একটি অপসন রয়েছে যার মাধ্যমে খামারিরা বিএলআরআই এ কর্মরত বিজ্ঞানীদের মোবাইল নম্বর পেতে পারে। গত অর্থ বছরে শুধু আমার মাধ্যমে মোট ১৭০ জনকে তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। **ই- মেইল এর মাধ্যমে সেবাঃ** বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে মন্তব্য করুন নামে একটি অপসন রয়েছে যার মাধ্যমে যেকোন ব্যাক্তি তার বিভিন্ন প্রশ্ন ও মন্তব্য করতে পারেন। প্রশ্নের উত্তর ই-মেইল এর মাধ্যমে জানানো হয়। গত অর্থ বছরে ই-মেইল এর মাধ্যমে বিভিন্ন মোট ৭২ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।	
	ডাউনলোড এপ্লিকেশনটি Goggle Play Store এবং বিএলআরআই এর ওয়েব সাইট এ BLRI FeedMaster নামে Upload করা হয়। শুধু প্লেস্টোর থেকে ৩৩০০০+ (তেত্রিশ হাজার এর অধিক) ডাউনলোড হয়েছে এবং ডাউনলোড কারীদের মূল্যাযনে এ্যাপ্লিকেশটি বর্তমানে ৫ এর স্কেলে ৪.৫ পেয়েছে। Goggle Play Store এর ২০১৮ স্বালের তথ্য আনুসারে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে এপ্লিকেশনটি ব্যবহার কারির তথ্য নিচের চিত্রে দেওয়া হল।	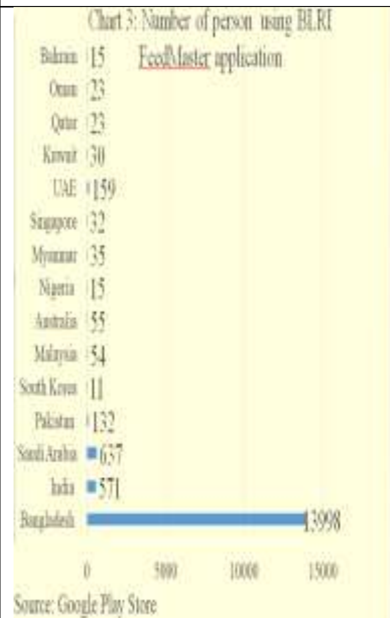

(মোঃ আহসানুল কবির)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বায়োটেকনোলজি বিভাগ
বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা-১৩৪১।

গরুর ওজন-মাংসের পরিমাণ জানাবে অ্যাপ

নাজনীন আখতার, ঢাকা

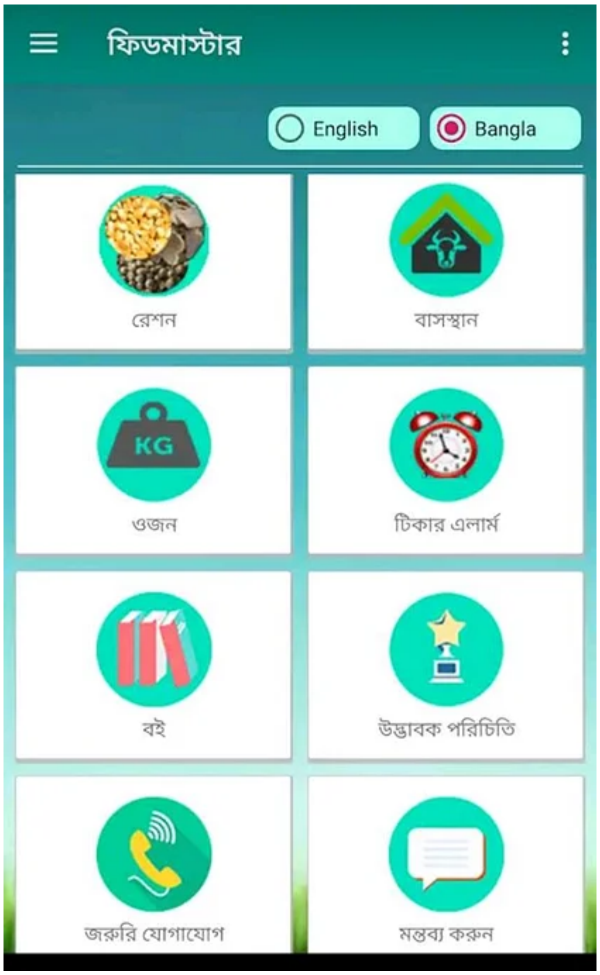

ফিডমাস্টার অ্যাপটি উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)।

শহরের বেশির ভাগ মানুষের আস্ত গরু কেনার অভিজ্ঞতা হয় সাধারণত বছরে একবারই। ঈদুল আজহার সময়। এর বাইরে বছরজুড়ে মাংসের জন্য কসাইয়ের দোকানে রডে গেঁথে রাখা মাংসের চাকা বা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দোকানে কাচের বাক্সে খণ্ড খণ্ড করে রাখা মাংসের ওপরই নির্ভর করতে হয়। শহুরে জীবনের এ অভ্যস্থতায় ঈদুল আজহার সময় গরু কিনতে গিয়ে অনেক আনাড়ি ও শৌখিন ক্রেতাই কোন গরু ভালো, কোন গরুতে মাংস কতটুকু হবে, এ নিয়ে ধন্দে পড়ে যান।

এবার করোনাভাইরাস পরিস্থিতি ঈদুল আজহাকে ঘিরে গরু কেনাবেচার স্বাভাবিক চিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সরকার হাটের সংখ্যা সীমিত করে দিয়েছে। ফলে দুই-তিন বছর ধরে অনলাইনে গরু কেনার যে ধারা শুরু হয়েছে, এবার তা ব্যাপকতা পেয়েছে। হাটের চেয়ে অনলাইনে গরু কেনার নির্ভরতা বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে গরু ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএলআরআই) তৈরি অ্যাপের কদর। অন্য সময়ের তুলনায় জুলাই মাসে বিএলআরআই ফিডমাস্টার নামের অ্যাপটি গুগুল প্লে স্টোর থেকে দ্বিগুণসংখ্যক ডাউনলোড

We use cookies to tailor your experience, measure site performance and present relevant advertisements. By clicking the “ok” button, you agree that cookies can be placed in accordance with our Privacy Policy.

বিএলআরআই জানিয়েছে, অ্যাপে রেশন, বাসস্থান, ওজন, টিকার এলার্ম, বই, উদ্ভাবক পরিচিতি, জরুরি যোগাযোগ ও মন্তব্যের অপশন রাখা আছে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়। ফিতা দিয়ে বুকের মাপ, দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) লিখে মোট ওজন ও মাংসের পরিমাণ বের করা যায়। দৈর্ঘ্য মাপার ক্ষেত্রে কোন পয়েন্ট থেকে কোন পয়েন্ট পর্যন্ত মাপ দিতে হবে, তা অ্যাপে ছবি দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সাভারে অবস্থিত বিএলআরআইয়ের মহাপরিচালক নাথু রাম সরকার বলেন, গরুর ওজন ও মাংসের ধারণা পেতে ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে থাকে। সেই ধারণার ওপর ভিত্তি করে গরুর বয়স, লিঙ্গ ও উৎপাদনসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় যুক্ত করে অ্যাপটি তৈরি করেছেন বিএলআরআইয়ের বৈজ্ঞানিকেরা। এটি মুহূর্তে কাঙ্ক্ষিত তথ্যটি জানিয়ে দিচ্ছে। ওজন ও মাংসের পরিমাণ জানার ক্ষেত্রে ৯৫ শতাংশ যথাযথ তথ্য দেয় অ্যাপটি।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, গরুর ওজন মাপের ম্যানুয়াল পদ্ধতিটি হচ্ছে (গরুর বুকের বেড়^{2} xদৈর্ঘ্য)/৬৬০। বুকের বেড় এর বর্গমূল ও দৈর্ঘ্য ইঞ্চিতে নিতে হবে।

অ্যাপটির উদ্ভাবক বিএলআরআইয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. আহসানুল কবির জানান, গরুকে যথাযথ পরিমাণের খাবার খাইয়ে স্বাস্থ্যকরভাবে লালনপালনের উদ্দেশ্যে খামারিদের জন্য মূলত অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। এখন এটি ব্যবহার করছে ১৮ হাজার ব্যবহারকারী। তিনি জানান, গত মাসে অ্যাপটি ৮৩০ জন ডাউনলোড করেছেন গুগলের প্লে স্টোর থেকে। এ মাসে এটা বেড়ে ২ হাজার ৩৮০ জন হয়েছে। অন্য মাসগুলোয় এটার ডাউলোড এক হাজারের নিচে থাকে। ২০ জুলাই থেকে এটি ব্যবহার অনেক বেড়েছে। এটা ঈদুল আজহার কারণে বলে তিনি মনে করছেন।

আহসানুল কবির জানান, অ্যাপটির মাধ্যমে গরুর চামড়া ও নাড়িভুঁড়ি বাদ দিয়ে ওজন আসে। তিনি জানান, গরুর যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য ফিডমাস্টার নামে এই অফলাইন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরি করা হয় ২০১৬ সালে। প্রথমে শুধু সাভারে এটি পাইলটিং পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। পরে সাভারের মুশুরীখোলা, রাজশাহীর রাজাবাড়ি হাট ও সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে প্রয়োগ করা হয়। এ বছর থেকে এটি সারা দেশে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

শাহজালালর ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান শাখার জ্যেষ্ঠ নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ বিন ইমদাদ

We use cookies to tailor your experience, measure site performance and present relevant advertisements. By clicking the “ok” button, you agree that cookies can be placed in accordance with our Privacy Policy.

প্রথম আলো

মধ্যে। তিনি বলেন, অ্যাপটি সম্পর্কে তেমন কোনো প্রচার নেই। কোরবানির গরু কেনার আগে এ অ্যাপটি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রেতারা ওজন নেওয়াসহ মাংসের সম্ভাব্য পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

গরু খামারি হাম্বা-হাম্বা ডটকমের স্বত্বাধিকারী আর কে হান্নান বলেন, তাঁরা অনলাইনে গরুর ওজন-ছবি দিয়ে দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে ক্রেতাদের যাচাই করার সুবিধার্থে ওয়েবসাইটে ফিডমাস্টার অ্যাপটি সংযুক্ত করে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'গত বছরও আমরা কোরবানির গরু বিক্রির সময় অ্যাপটি সংযুক্ত করে দিয়েছিলাম। তবে এবার এটার ব্যবহার বেশি মনে হচ্ছে। এবার করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে অনেকেই হাটে না গিয়ে অনলাইনের ওপর নির্ভর করছেন। এ কারণেও অ্যাপটির ব্যবহার বাড়তে পারে। আমরাও নিজেদের খামারে গরু পালনের জন্য অ্যাপটি ব্যবহার করে থাকি।'

তিনি জানান, মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার দক্ষিণ জামশা গ্রামে দুই একর জমির ওপর তাঁর খামার রয়েছে। ১৫ জুলাই থেকে অনলাইনে কোরবানির গরু বিক্রি শুরু করেছেন। বিক্রি আশাব্যঞ্জক।

বিএলআরআই উদ্ভাবিত অ্যাপটি বাংলাদেশ ছাড়াও ব্যবহার হচ্ছে ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, বাহরাইন, ওমান, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, নাইজেরিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায়।

অ্যাপটি তৈরির উদ্দেশ্য

সঠিক পরিকল্পনা, খাদ্য ও খামার ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের অভাবে গরুর খাদ্যচাহিদা নিরূপণ ও ঠিক সময়ে টিকা দিতে না পারায় দুধ ও মাংসের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ফলে খামারিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁরা খামার করতে উৎসাহ বোধ করেন না।

ফিডমাস্টারে গরুর বয়স, লিঙ্গ ও উৎপাদন অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বুকের মাপ ও দৈর্ঘ্য অথবা ওজন সাপেক্ষে ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের (এনআরসি) ফিডিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে অল্প সময়ে অল্প খরচে গরুর জন্য সুষম রেশন তৈরি করতে পারে। এতে খামারিরা ঘরে বসেই সহজে বাজারে প্রাপ্ত মিক্সফিডের তুলনায় কম খরচে সুষম রেশন তৈরি করতে পারেন। সেই সঙ্গে অ্যাপটি প্রাণীর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের পরিমাণ নির্ধারণের

We use cookies to tailor your experience, measure site performance and present relevant advertisements. By clicking the "ok" button, you agree that cookies can be placed in accordance with our Privacy Policy.

প্রথম আলো

এ ছাড়া অ্যাপ্লিকেশনটি বিএলএরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি ও প্রাণী পালনের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা-সম্পর্কিত তথ্য ই-বুক আকারে খামারিদের কাছে পৌঁছাতে পারে। এতে বিএলআরআইয়ের বিজ্ঞানীদের ফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা থাকায় খামারিরা সহজে যোগযোগ করতে পারেন।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২১ প্রথম আলো

We use cookies to tailor your experience, measure site performance and present relevant advertisements. By clicking the “ok” button, you agree that cookies can be placed in accordance with our Privacy Policy.

OK

🌐 তথ্য প্রযুক্তির সময়

আপডেট- ৩০-০৭-২০২০ ২১:৫২:২৭

নাড়িভুঁড়ি বাদে গরুর মাংসের ওজন জানাবে অ্যাপ!

সামনেই কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে রমরমা গরুর বাজার। করোনার কারণে কিছুটা স্তিমিত হলেও অনলাইনেও গরু কিনছেন অনেকে। এই অবস্থায় গরুর ওজন নির্ণয়ের জন্য সাভারের বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে এবার উদ্ভাবন করা হয়েছে একটি অ্যাপ যা জানাতে সক্ষম গরুর সম্ভাব্য ওজন।

শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের আরো ১৫ টি দেশে এই অ্যাপ ব্যবহার করা হচ্ছে এখন। দিনে দিনে বেড়েই চলেছে এই অ্যাপের অগ্রযাত্রা। কোরবানিকে সামনে রেখে দ্বিগুণ পরিমাণে বেড়েছে এই অ্যাপটির ডাউনলোড।

বিএলআরআই জানিয়েছে, ফিতা দিয়ে বুকের মাপ, দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) লিখে মোট ওজন ও মাংসের পরিমাণ বের করা যায়। দৈর্ঘ্য মাপার ক্ষেত্রে কোন পয়েন্ট থেকে কোন পয়েন্ট পর্যন্ত মাপ দিতে হবে, তা অ্যাপে ছবি দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, গরুর ওজন মাপের ম্যানুয়াল পদ্ধতিটি হচ্ছে (গরুর বুকের বেড় বর্গমূল X দৈর্ঘ্য)/৬৬০। বুকের বেড় এর বর্গমূল ও দৈর্ঘ্য ইঞ্চিতে নিতে হবে।

অ্যাপটির উদ্ভাবক বিএলআরআইয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. আহসানুল কবির জানান, গরুকে যথাযথ পরিমাণের খাবার খাইয়ে স্বাস্থ্যকরভাবে লালনপালনের উদ্দেশ্যে খামারিদের জন্য মূলত অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। এখন এটি ব্যবহার করছে ১৮ হাজার ব্যবহারকারী। তিনি জানান, গত মাসে অ্যাপটি ৮৩০ জন ডাউনলোড করেছেন গুগলের প্লে স্টোর থেকে। এ মাসে এটা বেড়ে ২ হাজার ৩৮০ জন হয়েছে। অন্য মাসগুলোয় এটার ডাউলোড এক হাজারের নিচে থাকে। ২০ জুলাই থেকে এটি ব্যবহার অনেক বেড়েছে। এটা ঈদুল আজহার কারণে বলে তিনি মনে করছেন। আহসানুল কবির জানান, অ্যাপটির মাধ্যমে গরুর চামড়া ও নাড়িভুঁড়ি বাদ দিয়ে ওজন আসে।

অ্যাপটির প্লে-স্টোর লিঙ্ক- **https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rashedmarjan.feedmaster&hl=en**

© Somoy Media Limited